

লোকে কী বলবে?

আয়মান সাদিক ও সাকিব বিন রশীদ


আদর্শ

উৎসর্গ

বইয়ের কথাগুলো যেন আজ থেকে আর কেউ কাউকে উৎসর্গ না করে তাই এই বই লেখা। আমরাও তাই এই বই কাউকে উৎসর্গ করব না। দেখি না লোকে কী বলে।

১. বইয়ের নিয়ম মানে নাই;
২. খুব সৃজনশীলতা দেখাইতে গেসে;
৩. এরা তো বই লিখতেও জানে না;
৪. বই লেখার একটা নিয়ম তো মানতেই হয়;
৫. এরা ভাই লেখক না, লিখতে আসছে;
৬. উৎসর্গ ছাড়া বই বর্জন করা উচিত।

সূচি

ভূমিকা	৯
তুমি এত প্রশ্ন করো কেন?	১৯
এই পিচ্চি!	২৩
A+ তো পাইলা না, এখন কী করবা?	২৬
ছোট মুখে এত বড় কথা?	২৯
তাকে নিয়ে কত আশা করসিলাম...!	৩৩
এত ভাব নাও কেন? পড়ো তো প্রাইভেট ভার্শিটিতে!	৩৬
এসব এখন বাদ দিতে হবে!	৪১
গল্পের বই বাদ দিয়ে পড়ার বই পড়ো!	৪৫
এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে	৪৮
মাদ্রাসার ছাত্র ভার্শিটিতে ভর্তি হইসো কেন?	৫১
মেয়েমানুষ, এত বেশি কথা বলেন কেন?	৫৪
আমার বউ কিচ্ছু করে না!	৫৭
বিয়ের পরেও চাকরি করবা?	৬১
এটা তো ছেলেদের কাজ না!	৬৬
ব্যবসা করবা? কেন, চাকরি পাও নাই?	৬৯
এখনো বিয়ে করছ না কেন?	৭৪
মেয়ের বাবা-মা ফকির নাকি?	৭৭

বসের সাথে দ্বিমত করলে চাকরি থাকবে? চেপে যাও!	৮২
তুই এত ক্ষ্যাত কেন?	৮৬
এসব করে তো ভাত পাবা না!	৮৮
প্রতিবন্ধীদের মতো করিস কেন?	৯১
সবই টাকা কামানোর ধান্ধা!	৯৪
ডিপ্রেসন আবার কী? ভং ধরসো?	৯৭
তুই আমাকে সালাম দিলি না কেন? কত্ত বড় বেয়াদব!	১০১
ওর পা ধুয়ে পানি খাও!	১০৪
তোমাদের কত আরাম, আমাদের সময় তো...	১০৬
তুই যে পারবি না এটা আমি আগেই জানতাম!	১০৮
ডুডে, তুমি ইংরেজি বলতে পারো না? হাহাহা!	১১১
হিজড়াদের মতো করিস কেন?	১১৪
তুমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের ফার্মের মুরগি	১১৬
ভাবি কিছু করেন না, নাকি হাউজওয়াইফ?	১১৮
সায়েন্স পড়ে আবার বিবিএ পড়ে নাকি কেউ?	১২০
আরে! একবার-দুইবার খেলে কিছুই হবে না!	১২৩
লোকের কথা ও তোমার সিদ্ধান্ত	১২৭
লোকের কথাকে কানে না তোলার বুদ্ধি!	১৩১
একটা গল্প দিয়ে শেষ করি	১৩৪

ভূমিকা

এই বইয়ের দুজন লেখকের বয়সই এখন ২৭ (সাকিবের আসলে ২৮, হিসাবের সুবিধার্থে ২৭ ধরে নিলাম আরকি)। এই বই লেখার পরিকল্পনা শুরু হয় আরও দুই বছর আগে থেকে যখন আমরা ২৫ বছরের দুর্বীর তরুণ আর মনে প্রতিবাদের তীব্র জ্বালা। ভেবেছিলাম একটি বই লিখে সমাজের নানা অসংগতি তুলে ধরব। লোকজনের নানা কটু কথা দাঁতভাঙা জবাব দেব। বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও আলাপ করব। কিন্তু তা করতে করতে দুই বছর পার হয়ে গেল কেন? আমরা আসলে এত দিন ভয় পাচ্ছিলাম যে লোকে বলবে, ‘এই দুই ছোট্ট অনলাইন শিক্ষক আবার এসব নিয়ে কথা বলার কে? এদের নিজেদেরই তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বয়স হয়েছে নাকি? বোঝে কম, বকে বেশি। আসলে তাদের লেখক হওয়ার শখ জেগেছে; তাই এসেছে জ্ঞান দিতে।’

পরে চিন্তা করে দেখলাম ‘লোকে কী বলবে?’ এই সংশয় যদি নিজেদের মধ্য থেকে দূর করতেই না পারি তবে এই বই লেখার কোনো যোগ্যতাই আসলে আমাদের নেই। তারপর সব ভয়-সংশয় দূর করে লিখেই ফেললাম, ‘লোকে কী বলবে?’ তারপর নিজেদের ভেতর থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দিলাম ‘পাছে লোকে কিছু বলে’র ভয়।

প্রিয় পাঠক, আমাদের ভয়, সংকোচ, সংশয় তো তাড়িয়ে দিলাম, এবার আপনার পালা। আপনাকেও আমাদের দলে যোগ দেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকব আমরা, চলুন, শুরু করা যাক।

কীভাবে পড়বেন বইটি?

বইটি পড়তে পড়তে হয়তো বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আপনার মনে পড়ে যাবে—এমন কিছু কট্ট কথা মনে পড়ে যাবে যোগুলো আপনাকে কিংবা আপনার সামনে কাউকে বলা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তার কোনো জবাব দিতে পারেননি। এই বইয়ে আমরা আপনার হয়ে সেই সব কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বইয়ের সাথে মিলে যায় এমন কোনো কথা যদি আপনি কারও কাছ থেকে শুনে থাকেন তবে—

- মিলে যাওয়া অংশটির ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করুন, বইটির এই লেখাটুকু কেমন লেগেছে। উত্তরের অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই। সে নিজেই বাকিটা বুঝে নেবে।
- যদি মনে করেন তাতেও কাজ হবে না তবে নির্বাচিত অংশটুকু দাগিয়ে (হাইলাইট করে) ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিন। কিংবা নির্বাচিত অংশটুকু হাইলাইট করে বইটি পড়া শেষে তাকে উপহার দিন। মানুষটি বুদ্ধিমান হলে, হাইলাইট দেখে যা বোঝার বুঝে যাবে।

সতর্কীকরণ

বইয়ের কিছু চ্যাপ্টারের নাম পড়লেই আপনার মেজাজ খারাপ হতে পারে। আপনাকেও এটা শুনতে হয়েছিল। রাগ যেহেতু করবেনই তাই বই পড়ার আগেই রাগ কমানোর কিছু বন্দোবস্ত করে নিয়ে বইটি পড়া শুরু করেন না হলে পড়তে পড়তে কারও কথা মনে পড়ে যাবে আর তখন তাকে ফোন করে ঝাড়াঝাড়ি শুরু করে দিতে পারেন। আমরা আবার শান্তিপ্রিয় মানুষ আর তাই চাই না আমাদের বইটি পড়ে কারও জীবনে যুদ্ধবিধ্বং শুরু হোক। ঝুঁকি আরও একটু কমানোর জন্য এক গ্লাস পানি খেয়ে বইটি পড়া শুরু করুন। আর আরেকটা অনুরোধ, অনেক আগে যেসব কটু কথা মানুষের কাছ থেকে শুনেছেন, সেগুলো এই বই পড়ে মনের ভেতর পুষে রাখবেন না; বরং সেই মানুষগুলোকে মন থেকে ক্ষমা করে দিন। এই রাগগুলো নিজের মধ্যে পুষে রাখলে কিছু নিজেই কষ্ট পেতে থাকবেন। সামনের দিকে দেখুন। নিজেকে অভিবাদন জানান, কেননা আপনি সেই সব কটু কথা শুনেও আজ এই পর্যন্ত এসেছেন বা এখনো টিকে আছেন, এখনো হেরে যাননি।

বইয়ের কিছু অংশ আমাদের থেকে যারা বয়সে বড় তাদের জন্য, আর বেশির ভাগ অংশই আমাদের বয়সী কিংবা আমাদের স্নেহের ছোট ভাইবোনদের জন্য লেখা। সে কারণেই এই বইয়ের কোনো কোনো জায়গায় পাঠককে ‘আপনি’, আবার কোনো কোনো জায়গায় ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

আত্মশুদ্ধি

এই বইটি মূলত প্রতিদিন আমরা ঘরে-বাইরে, কর্মস্থলে, রাস্তা-ঘাটে যত কটুকথা, যত অপমান ও বৈষম্যমূলক কথা শুনে থাকি সেই সব কথা নিয়ে লেখা। পাশাপাশি এই কথাগুলো যেই ‘লোকেরা’ বলে তাদেরও একটা উচিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে।

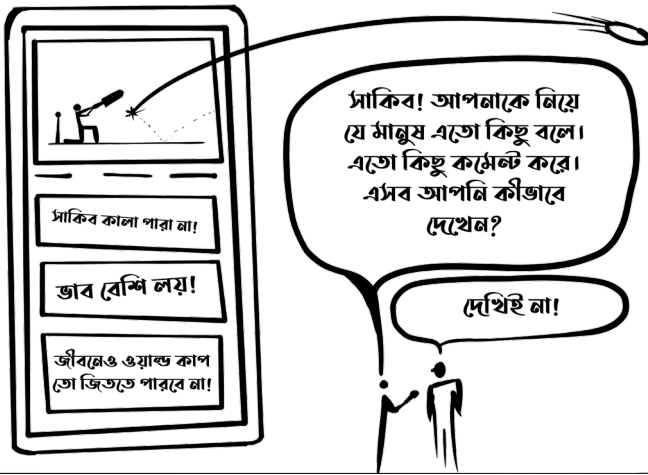
এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন, ‘এই ব্যাটা, তোমরা কি ওই সব লোকের বাইরে? তোমরা কি কখনো এগুলো বলে নাই?’

— হ্যাঁ, বলেছি। এই বইয়ের অনেক কথাই আমরা আমাদের জীবনেও বলেছি, যাতে হয়তো অনেকেই কষ্ট পেয়েছে। তাই শুরুতেই নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। আর যত মানুষকে আমরা এই কথাগুলো জেনে বা না জেনে বলে ফেলেছি তাদের কাছে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইছি। শুধু ক্ষমা চেয়েই মামলা খালাস করতে চাই না; প্রায়শ্চিত্তও করতে চাই। আর সে জন্যই এই বই লেখা। এই আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় আমরা আপনাদেরও যুক্ত করতে চাই।

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে মনে হতে পারে, ‘আরে তাই তো, আমার সাথেও তো এমন হয়েছে। কিন্তু এটাও ভুলে যাবেন না, আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ সেসব কটুকথা বলেছে। ‘লোকে কী বলবে’-এর ‘লোক’ কিন্তু আকাশ থেকে পড়েনি। আমি-আপনিই সেই লোক।

বইটির প্রতিটি অধ্যায় পড়ার পর নিজেকে অন্তত একবার আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করুন, আমি নিজে কি কখনো এই কথাটা কাউকে বলছি? আর যদি এই প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলুন যে এ ধরনের কথা আর কখনো কাউকে বলবেন না।

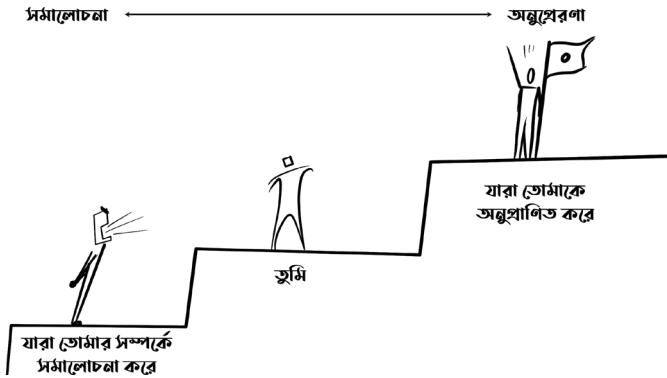
সাকিব আল হাসানের মতো ভাবতে শিখুন



এই যে সাকিব আল হাসান এত ভালো খেলেন, তিনিও যদি ম্যাচের আগে বা পরে ফেসবুক খুলে তার পোস্টের কমেন্টসগুলো পড়তেন তাইলে হয়তো এত ভালো খেলতে পারতেন না। তিনি জানেন যে তিনি খেলেন আর অন্যরা তাঁর খেলা দেখার জন্য বসে থাকেন। তাঁর তুলনায় যারা ক্রিকেটের কিছুই বোঝে না তারাও অনবরত তাঁর উদ্দেশে উপদেশ বা গালি ছুঁড়তে থাকেন।

এই ‘আমি খেলছি, আর বাকিরা তো শুধুই দেখছে’—মনোভাবটা আমাদেরও সব কাজের মধ্যেই আনা দরকার। একজন যদি বলেও

যে আমার আইডিয়া বা আমার কাজটা খারাপ তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আমি তো কাজটা করেছি, আর সে তো না করেই সমালোচনা করছে। (তবে হ্যাঁ, অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনাও অবশ্যই আমরা শুনব।) তার মন্তব্যে আমার কাজের কিছু যায়-আসে না; যেমনটা আমাদের কমেণ্টে সাকিবের খেলার কিছু যায়-আসে না। আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী এই মনোভাবটা তৈরি করতে পারলে আমরা নিজেরাও নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে সাকিব আল হাসান হয়ে উঠতে পারব। এই তো কিছুদিন আগে এক রিপোর্টার সাকিব আল হাসানকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনাকে নিয়ে যে এত আলোচনা-সমালোচনা হয়, আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন?’ স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি হেসে তিনি বললেন, ‘দেখি-ই না।’



একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? যে মানুষগুলো আপনাকে নিয়ে কটুকথা বলে সেই মানুষগুলো আপনার চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছে। যারা আপনার ওপরে চলে গেছেন তারা আসলে জানেন যে সাফল্যের পথটা কতটা কঠিন। এখানে কত ব্যর্থতা আসে। আর তাই তারা কখনো আপনার ব্যর্থতা নিয়ে কটু কথা বলবেন না। বলবেন তারাই যাদের এই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। যারা আপনার নামে কটু কথা বলছে তারা নিজ থেকে সব সময় আপনার দিকে কথা কিংবা ফেসবুকের কমেণ্ট ছুড়ে মারবে যেন আপনি কোনোভাবে সেটার আঘাতে তাদের জায়গায় নেমে যান। এটাতেই তাদের সুখ। কারণ তারা হয়তো আপনার মতো সাহসী না যে তারা নতুন কোনো কাজের

উদ্যোগ নেবে। আর তাই ওপরের মানুষদের টেনে নিচে নামিয়ে তাদের দল ভারী করতে চাইছে। কারণ ভেড়ার পালের মাঝে লুকিয়ে বেঁচে থাকতেই তাদের জীবনের সার্থকতা। অন্যকে নিচে নামানোর ইচ্ছার মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ কাজ করে। আপনি কিছু করছেন আর সে কিছুই করছে না, ব্যর্থতার এই অনুভূতিকে সে সামাল দিতে পারে তখনই যখন সে দেখতে পায় যে আপনিও ব্যর্থ হচ্ছেন।

এখন আপনিই বলুন, আপনার থেকে পিছিয়ে পড়া, অন্যের ব্যর্থতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এসব পরজীবী মানুষের কথায় আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? ওদের বলতে দিন। বলতেই থাকুক, বলাতেই আবদ্ধ থাকুক তাদের জীবন। আপনি বরং স্বপ্নের মশাল হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান।

সত্যি বলতে কি, কমবেশি আমরা সবাই অন্যকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি। আমরা এখন পর্যন্ত এমন একজন লোকও পাইনি যে কিনা বলতে পারবে, সে কখনো কাউকে নিয়ে তার পিছে কথা বলেনি। সুতরাং মানুষের কথা থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই। বরং লোকের কথাগুলো আমরা কীভাবে দেখছি আর সেটা কীভাবে আমাদের ওপর প্রভাব ফেলছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করি।

১. লোকে কিছু বলল সেটা আসলে তাদের মানসিকতার পরিচয় দেয়, আপনার নয়।

২. মানুষ কী ভাবল সেটাতে কিছু যায়-আসে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কী চিন্তা করছেন সেটা বদলাচ্ছে।

৩. কারও মনোভাব পরিবর্তনের কোনো দায়ভার কিন্তু আপনার না।

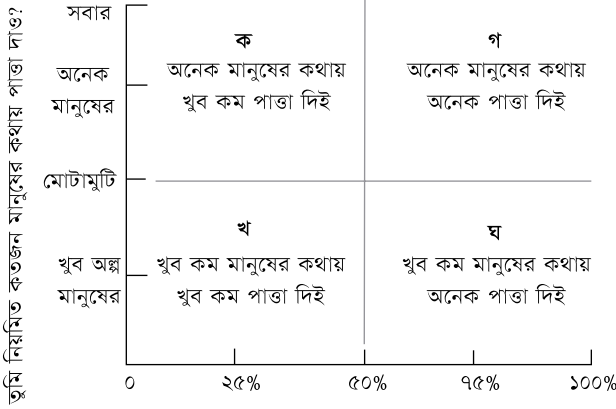
৪. মানুষ সব সময় আপনাকে আপনার মতো করে গ্রহণ করতে চাইবে না। সেটাতে কোনো সমস্যাও নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করতে পারছেন।

৫. মানুষের কথার লাগাম আপনার হাতে নেই কিন্তু আপনি কার কথায় কান দেবেন আর কোনদিকে মনোযোগ দেবেন সেটা কিন্তু আপনার হাতেই আছে।

লোকে কী বলবে ম্যাট্রিক্স

এই যে বললেন মানুষের কথায় কান দেওয়া যাবে না, তাহলে কি কারও কথায় কান দেব না? এই ওপরের ম্যাট্রিক্সে আপনার অবস্থান কোথায় এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছে একদম সহজ হয়ে যাবে।

এবার আসুন নিচের চিত্রটার দিকে তাকাই!



তুমি তাঁদের কথা কতটুকু পাত্তা দাও?

যদি আপনি 'ক' বাক্সের বাসিন্দা হন, অর্থাৎ আপনি অনেক মানুষের কথায় শোনেন কিন্তু কারওটাই খুব বেশি পাত্তা দেন না, তাহলে